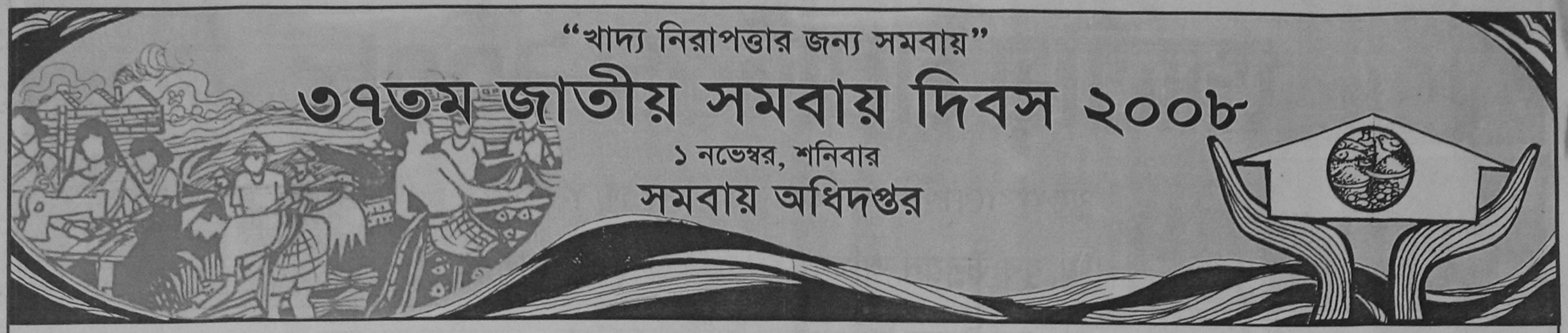

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১৭ কার্তিক ১৪১৫
০১ নভেম্বর ২০০৮

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৩৭তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষে আমি সমবায় সমিতির সাথে সংশিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সারা বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন হ্রাসের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় সমবায় দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য "খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সমবায়" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। অধিক পরিমানে খাদ্য উৎপাদন, স্থিতিশীল বাজার ও খাদ্যের সুষম বন্টনে সমবায় আন্দোলন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আশা করি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সমবায়ীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি ৩৭তম জাতীয় সমবায় দিবসের সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

উপদেষ্টা
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
এবং
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার উদযাপিত হতে যাচ্ছে ৩৭তম জাতীয় সমবায় দিবস। এবারের সমবায় দিবসের মূল প্রতিপাদ্য "খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সমবায়"। এদেশে একশত বছরের অধিককাল সমবায় আন্দোলন দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে আসছে। সাফল্য-ব্যর্থতার এ দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নতুন চেতনার সুযোগ করে দিয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশেই সমবায় আন্দোলন সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশেও দারিদ্র্য বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, ক্ষুদ্র উৎপাদনের সুষ্ঠু বিপণন ও গৃহপর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এ আন্দোলনের সার্বিক সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সৎ ও গতিশীল নেতৃত্ব, সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, নিবিড় সহযোগিতা এবং সমবায়ের আদর্শ ধারণ করা। দেশের কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, স্ব-উদ্যোগী কর্মী তথা সকল শ্রেণীর মানুষ এর সুফল অর্জন করতে পারবে। সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সমবায় এ দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে মর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি ৩৭তম জাতীয় সমবায় দিবসের সাফল্য কামনা করছি। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

(মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল)

নিবন্ধক
সমবায় অধিদপ্তর

১৭ কার্তিক ১৪১৫
০১ নভেম্বর ২০০৮

বাণী

"খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সমবায়" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আজ ১ নভেম্বর, শনিবার দেশব্যাপী ৩৭তম জাতীয় সমবায় দিবস গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচি জনগণের মাঝে দেশের সমবায় আন্দোলনের জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি করবে বলে আমি আশা করি।

"বিন্দু" থেকে "সিন্ধু"–গড়ে ওঠে। এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমবায় আন্দোলন প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে, সে সঙ্গে নতুন নতুন দিগন্ত সংযোজিত হচ্ছে। সমবায়ীদের সমবেত প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য সংকট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সমবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও স্বল্পবিত্ত জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র সম্পদকে একত্র করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ রচনা করছে। কৃষি, মৎস্য, তাঁত, সেচ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতি দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

সমবায় একটি জনকল্যাণমূলক মহান দর্শন ও অর্থনৈতিক আন্দোলন। বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার ভিত্তিতে দ্বিতীয় খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ আন্দোলনের মূলকথা ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে সমষ্টির স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে। সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে সমবায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি দৃঢ় আশা পোষণ করছি। সরকারের সঙ্গে দেশের সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন অব্যাহত থাকলে সমবায় আন্দোলন এ দেশকে আলোকিত করবে।

আমি এ প্রত্যাশায় সমবায় দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ মাসুদ ইলাহী)

খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সমবায়

ধীরাজ কুমার নাথ

সমবায়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি

শত বছরের প্রাচীন ও পরীক্ষিত থেকে সিন্ধু" অথবা "দশে মিলি করি দার্শনিক চিন্তা চেতনার উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উত্তরণের স্বপ্ন অভিযাত্রা । এ যাত্রা পথে এসেছে অনেক বিতর্কের ঝড়। গণমুখী অর্থনীতিবিদেরা ব্যবস্থাপনা, পরিবেশের বিপর্যয় প্রতিরোধ ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হচ্ছে সমবায়ী উদ্যোগ। অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া হচ্ছে সমবায় । "বিন্দু কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ", এ জাতীয় বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্ত মানুষের সংঘবদ্ধ পূরণের লক্ষ্যে শুরু হয় "সমবায়" এর সাফল্য, প্রচুর প্রতিবন্ধকতা, উঠেছে মনে করেন দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্যোগ এবং খাদ্য নিরাপত্তার বলয় সৃষ্টিতে অন্যতম তাই সমবায়কে দিতে হবে উদ্দীপনা, সরকারী সকল সহযোগিতা, বিনিয়োগের ব্যাপক সুযোগ। যেমনটি লক্ষ্য করা যায় জার্মানী, ডেনমার্ক, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড অথবা অষ্ট্রেলিয়ার মতো উন্নত বিশ্বে। এই সকল দেশে সমবায় অঙ্গনে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে সমবায় সমিতিসমূহ অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে এবং বিশ্ববাজারে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। একথা সত্যি যে, পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানা বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ের যে সব সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা কাটিয়ে উঠে সমবায় একটি যথার্থ মডেল হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। সমবায়কে সমষ্টির মিলনক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব, যা বর্তমান দুনিয়ায় সবচেয়ে জরুরি।

সমবায় হচ্ছে গণতন্ত্রের ধারক

সমবায় হচ্ছে সুশৃংঙ্খল ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত এবং বাজার ভিত্তিক অর্থনীতির সোপান, যেখানে ব্যাপক অংশীদারিত্ব ও পর্যালোচনার সুযোগ বিরাজমান । সমবায় ব্যক্তি ও সমষ্টির উদ্যোগে বিশ্বাস করে কিন্তু কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেয় না। সমবায় যেমন বিধিবদ্ধ তদারকী ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তেমনি সদস্যদের সরাসরি অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ। বিজ্ঞজনদের অভিমত হচ্ছে সমবায় সমিতিসমূহ মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং একই সঙ্গে দুর্বৃত্তায়ন প্রতিরোধে সহায়তা করে। সামাজিক ও আর্থিক সাফল্যের সঙ্গে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে দৃশ্যমান করে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে অবদান রাখতে পারে একমাত্র সমবায় আন্দোলন, সমবায় ভিত্তিক গণজাগরণ, সমবায় উদ্যোগে ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম। এখানেই বর্তমান বিশ্বের চাহিদার সাথে সমবায়ের মূলধারার সঙ্গতি পরিচ্ছন্নভাবে দৃশ্যমান।

আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণে সমবায়

দেশের অর্থনীতিতে সমন্বয় সাধন, ভারসাম্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশ ও সামাজিক চাহিদা পূরণে সমবায় সমিতির ভূমিকা যেমন অসামান্য, তেমনিভাবে সমিতির সদস্য ও উপকারভোগীদের প্রত্যাশা পূরণের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান অনস্বীকার্য। অনেকেই তাই মনে করেন, সমবায় সমিতিসমূহ ব্যবসায়িক লেনদেনে, নৈতিকতা ও মানবাধিকার সংরক্ষণে, ভোক্তাদের অধিকার রক্ষায়, সুবিধাভোগীদের চাহিদা পূরণে, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিবেশের প্রতিকূল প্রভাব প্রতিরোধে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাই আমরা সমবায়ের কথা বলি, সমবায় আন্দোলনে শরিক হতে সকলকে আহ্বান করি।

খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা

খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসী আজ দারুণভাবে উদ্বিগ্ন। বিশ্ব খাদ্য সংকট মোকাবিলায় জুন ৩–৫, ২০০৮ রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার উদ্যোগে এবং ১৮০টি দেশের ৪০০০ প্রতিনিধির অংশগ্রহণের মাধ্যমে এক বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন এবং ফাও-এর প্রধান জ্যাকি দিউক সহ বিশ্বের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন । মহাসচিব চলমান খাদ্য সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ২০০০ কোটি টাকার সাহায্য চাইলে মাত্র ১২০ কোটি টাকার অনুদানের প্রতিশ্রুতি মিলে । দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশের ৭ কোটি ৫০ লক্ষ লোক প্রতিদিন উপোস করে। অথচ বিশ্বে মারণাস্ত্র তৈরি ও ব্যবহারের পিছনে প্রতি বছর ৮ লক্ষ কোটি ডলার খরচ হয়। অস্ত্র তৈরি, গবেষণা ও প্রয়োগের জন্য অর্থের অভাব হয় না, গরীবের ক্ষুধা নিবারণে অর্থ ভান্ডারে দেখা যায় ব্যাপক সংকট। হতদরিদ্র মানুষের খাদ্য সংস্থানের জন্য অর্থের যোগান হয় না। উপদেশ দেয়া হয়, প্রত্যেকে দেশ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করো, স্বনির্ভর হও। বাংলাদেশের জন্য এ অবস্থা কোন ব্যতিক্রম নয়। প্রায় ৪২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে এবং ২০ শতাংশ হতদরিদ্র লোক দু'বেলা খেতে পাবে ভাবতেই পারে না। নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেছেন, "আধ পেটা খেয়ে নামতা মুখস্থ হয় না, শিক্ষার আগে খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে হবে।"

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার উপায় ও পদ্ধতি

বিশ্ব খাদ্য ভান্ডারে চরম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, জৈব জ্বালানি তৈরির লক্ষ্যে সয়াবিন, সরিষা, সূর্যমুখী, গম, বাদাম, আলুর চাষ বাড়িয়ে দিয়ে শস্যকে বায়োফুয়েলে রূপান্তর করা হচ্ছে। সিন্ডিকেট করে বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রবণতার ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে নেমে এসেছে দুর্ভোগ। এ হচ্ছে মুক্তবাজার অর্থনীতির দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়, বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ব্যর্থতা অথবা বিশ্বব্যাপী খাদ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণকারীদের কূটকৌশল, বাংলাদেশও যার শিকার। এই প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনে, কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, কাঠামোগত সমন্বয়, উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, সমবায় পদ্ধতির অনুসরণ এবং সরকারের সহায়ক নীতি ও যথাযথ ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তায় সমবায়

কৃষি পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। কৃষিতে নিয়োজিত জনসম্পদকে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ দান করে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সমবায় বিগত শতাব্দী এবং বর্তমান দশকেও অসামান্য ভূমিকা পালন করছে। খাদ্যের নিরাপত্তার বলয় সৃষ্টিতে সম্পৃক্ত অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিসমূহের বিচরণ দৃশ্যমান এবং অবদান প্রশংসনীয়। কৃষি পণ্যের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য চাষে উৎকর্ষতা সাধন, পানি সেচ ও সার বন্টন, উন্নত বীজ সংরক্ষণ ও ঋণদান ছাড়াও পরিবহন, গৃহায়ন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সমবায়ের অবদান অসামান্য। বাংলাদেশে বর্তমানে ১,৬০,০৩৫টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রায় ৮২ লক্ষ লোকজন সমিতির সদস্য। জাতীয় পর্যায়ে ২২ টি সমিতি, ১০৯৯টি কেন্দ্রীয় সমিতি এবং অবশিষ্ট ১,৫৮,৯১৯টি হচ্ছে প্রাথমিক সমিতি। এ সকল সমিতির মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এবং প্রায় ৯১ শতাংশ সমিতি গ্রামাঞ্চলে দেশজ উৎপাদন, বিতরণ ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক সমিতিসমূহের মধ্যে প্রায় ১৮ শতাংশ মহিলা সমিতি। সমবায়ে মহিলাদের বিচরণ অবারিত ও দৃশ্যমান; যেমন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সমর্থিত সমিতিতে, তেমনি সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সংগঠিত সমিতির তালিকায়।

উপসংহার

খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টি করতে হলে খাদ্য শস্যের উৎপাদন ৬ কোটি ৩২ লক্ষ টনে উপনীত করতে হবে । বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন হয় সাড়ে তিন টন, অথচ জাপান, কোরিয়া ও গণচীনে উৎপাদন হয় ৫ থেকে ৬ টন । তাই খাদ্য সংকটের আশংকার প্রেক্ষাপটে উৎপাদন বৃদ্ধি করে নিরাপত্তার বলয় সৃষ্টি হচ্ছে বিরাট চ্যালেঞ্জ। অনেকে মনে করেন প্রতি বছর ৩ শতাংশ হারে আবাদি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার হচ্ছে এবং ভূমি ধস, ভূমিক্ষয়, ঘরবাড়ি নির্মাণ করে প্রতিদিন ২২০ হেক্টর কৃষি জমি বিনষ্ট হচ্ছে। ২০২০ সালের মধ্যে এক চতুর্থাংশ চাষযোগ্য জমি কমে যাবে। অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপক চাহিদার কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনকে দ্বিগুন করার লক্ষ্য অর্জন করাই হবে জাতির সামনে বিশাল চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়াও, নির্বিচারে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, কৃষিতে প্রকৃতি ও পরিবেশ, জীব ও জীবনের প্রতিপক্ষ হিসাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। মৃত্তিকা দূষণ, পানি দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, লবণাক্ততা, মরু প্রবণতা ও কৃষিতে বিবিধ অবৈজ্ঞানিক ও অনাচার কৃষি বিজ্ঞানকে উপহাস করছে ।

এই প্রেক্ষাপটে, সমবায়কে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে এবং খাদ্য উৎপাদনের সকল কর্মকান্ড যেমন কৃষি, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন, মৎস্য চাষ, সবজি, ফুল ও ফল উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান বৃদ্ধি করতে হবে। সমবায় আন্দোলনকে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশজ উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা গ্রহণের এখনই সময়। একই সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকে সমবায়ের শিক্ষা ও অনুপ্রেরণাকে বৃদ্ধি করে নবপ্রজন্মকে উজ্জীবিত করতে হবে। তবেই সার্বিক অর্থনীতিতে বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে, গণতান্ত্রিক চিন্তা ও চেতনার বিকাশে এবং সমাজে সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার পরিবেশ স্থাপনে সমবায় সমিতিসমূহ অমূল্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে ।

ধীরাজ কুমার নাথ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও সাবেক সচিব

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ কার্তিক ১৪১৫
০১ নভেম্বর ২০০৮

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারো জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের কৃষি উন্নয়ন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজার ব্যবস্থাপনায় সমবায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। খাদ্য নিরাপত্তার সংকট মোকাবেলায়ও সমবায় ভিত্তিক সমন্বিত ব্যবস্থাপনা রাখতে পারে উল্লেখযোগ্য অবদান। আর এ প্রেক্ষাপটে এবারের সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য–'খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সমবায়' অর্থবহ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি ৩৭তম জাতীয় সমবায় দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

ফখরুদ্দীন আহমদ

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১৭ কার্তিক ১৪১৫
০১ নভেম্বর ২০০৮

বাণী

সমবায় হলো অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অজর্নের এক ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াস। দেশের একই শ্রেণীভুক্ত জনগোষ্ঠী বা পেশাজীবীদের ভাগ্যের পরিবর্তন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের যৌথ কার্যক্রমের পথ ও মতই হচ্ছে সমবায়। এ মতাদর্শকে সামনে রেখে পৃথিবীর বহু দেশ সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে দারিদ্র্য সংকোচনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশেও সমবায় আন্দোলন দারিদ্র্য সংকোচন, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রেখে চলেছে।

০২। বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সরকার সমবায় আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখা ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের অবস্থার উন্নয়নে সমবায়ের বিশেষ ভূমিকার বিষয়টি লক্ষ্য রেখে এ বছর ৩৭তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে "খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সমবায়"। সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত দেশের দেড় লক্ষাধিক সমবায় সমিতি ও তার সাথে সম্পৃক্ত প্রায় এক কোটি সমবায়ীর যৌথ প্রচেষ্টায় দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নয়নসহ খাদ্য নিরাপত্তায় সমবায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

০৩। আমি আজকের মহতী দিনে সমবায়ের আদর্শ সমুন্নত রেখে, সমবায় আন্দোলনকে আরও বেগবান করার জন্য সমবায়ীদের আহবান জানাচ্ছি।

আ. ত. ম. ফজলুল করিম
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সৌজন্যে : বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড